বিএলআরআই নিউজলেটার

BLRI Newsletter - a free updates on livestock research and production, Volume 16, Issue 04, 2025

বিএলআরআইতে ‘বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা ২০২৫’ অনুষ্ঠিত



মাংস আমদানি করবো না, বরং উৎপাদন খরচ কমিয়ে মাংসের দাম কমাবো। মাংস আমদানি করে দেশের ক্ষতি করবো না। মাংস আমদানির ফলে নানাবিধ ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। প্রধানত মাংস আমদানি করা হলে এদেশের খামারিরা ক্ষতির মুখে পড়বে। অনেক দেশ আমাদের স্বল্পমূল্যে মাংস রপ্তানির প্রস্তাব দেয়। কিন্তু অন্য দেশের উদ্বৃত্ত মাংসের “Dumping Export” বাংলাদেশে হতে পারে না। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক আয়োজিত ‘বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা ২০২৫’ উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা জনাব ফরিদা আখতার এ কথা বলেন।



এসময় তিনি আরও বলেন, ঘাস তথা প্রাণিখাদ্যের উপরে কাজ করে উৎপাদন খরচ কমাতে হবে। আমাদের অন্তত আগের দামে ফিরে যেতে হবে, সে লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। পাশাপাশি গবেষণা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও এনজিওগুলোর সাথেও যৌথভাবে কাজ করতে হবে। এছাড়াও, মানুষের ও গবাদি প্রাণীর স্বাস্থ্য নিয়ে আমাদের সচেতন হতে হবে। যে রোগ প্রাণীর হয়, তা মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে। আবার যে রোগ মানুষের হয়, তা প্রাণীর মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে। একারণে ‘ওয়ান হেলথ’ ইস্যুকে গুরুত্বের সাথে নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। প্রাণীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও ম্যানিউর ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আরও বেশি গবেষণা করা প্রয়োজন। পাশাপাশি দেশীয় জাতসমূহের সংরক্ষণেও আমাদের নজর দেওয়া প্রয়োজন।



গবেষণার গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি এসময় আরও বলেন, গবেষণায় যখন অর্থ বরাদ্দ কমানো হয় আমি মর্মাহত হই। গবেষণা কার্যক্রমের পরিধি বাড়ানোর জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করা দরকার। এলক্ষ্যে আরও নতুন নতুন প্রকল্প প্রণয়ন করতে হবে। পাশাপাশি গবেষণার গুরুত্ব তুলে ধরে প্রচারণা বাড়াতে হবে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে গবেষণার গুরুত্ব যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে হবে। একারণে গবেষণা শেষ হওয়া মাত্রই উদ্ভাবিত প্রযুক্তি দ্রুত সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা প্রয়োজন। আবার সম্প্রসারণ কার্যক্রমে কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে বা কোন বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন হলে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরেরও উচিৎ বিএলআরআই এর মাধ্যমে তার সমাধান করা। বিএলআরআই কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সমাপ্ত গবেষণাসমূহের ফলাফল ও অগ্রগতি পর্যালোচনা লক্ষ্যে ‘বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা ২০২৫’ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ২২/১০/২০২৫ খ্রি. তারিখ রোজ বুধবার সকালে বিএলআরআই এর মূল কেন্দ্র সাভারে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে দুই দিনব্যাপী এই কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা জনাব ফরিদা আখতার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের। এছাড়াও সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবু সুফিয়ান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক।



সকাল ১০.০০ ঘটিকায় পবিত্র কুরআন হতে তিলাওয়াত এবং পবিত্র গীতা পাঠের মধ্য দিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। এর পর আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক ড. এ বি এম মুস্তানুর রহমান। এছাড়াও বিএলআরআই এর চলমান গবেষণা কার্যক্রমসমূহ এবং আয়োজিত কর্মশালার সার সংক্ষেপ তুলে ধরেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. জিল্লুর রহমান। সার-সংক্ষেপ উপস্থাপনের পরে বিএলআরআই এর চলমান বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রমের বাছাইকৃত ০৫ (পাঁচ) টি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। এসময় প্রধান অতিথি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ফরিদা আখতার ও অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিগণ বিএলআরআই এর বিজ্ঞানীদের উপস্থাপনা উপভোগ করেন। এছাড়াও পাশাপাশি তারা বিএলআরআই সম্মেলন কক্ষ (চতুর্থ তলা) এর ছাদে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রমের উপরে উপস্থাপিত পোস্টারসমূহ পরিদর্শন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের বলেন, প্রাণিসম্পদ খাতে কাজের যে বৃহৎ ক্ষেত্র আছে তা আমরা উপলব্ধি করি না। প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে দুইটি বিষয়ের উপরে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। একটি হলো প্রাণীর সুস্থ্যতা। একারণে নিয়মিত প্রাণীর ভ্যাকসিনেশন নিশ্চিত করতে হবে। অন্যটি হলো বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপরে জোর দেওয়া। আমাদের খামার পর্যায়ে সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাবে প্রাণী অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন এটি জবাই করে ফেলা হয়। সেটির মাংস খেয়ে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। এসময় তিনি আরও বলেন, প্রাণীর জন্য নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। প্রাণীর খাবারের দাম বাড়ার কারণে পণ্যের দাম বাড়ছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে কেনো দাম বেশি, অন্যান্য দেশ খাদ্য হিসেবে কি কি জিনিস ব্যবহার করে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন। পাশাপাশি দেশীয় প্রাণীর সংরক্ষণে কাজ করা এবং প্রাণীর মানোন্নয়নে কাজ করাও গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণার প্রভাব এবং ফলাফল যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করতে পারছি না বলেই গবেষণায় আমরা বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে পারছি না।

সম্মানীয় অতিথির বক্তব্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবু সুফিয়ান বলেন, ফুড সেফটি এবং ওয়ান হেলথ বিষয়ে বিএলআরআই এর বিশেষায়িত গবেষণা করা প্রয়োজন। পাশাপাশি খামারিদের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে অতি দ্রুত বিএলআরআই উদ্ভাবিত H_9N_2 ভ্যাকসিনটি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা প্রয়োজন। এলক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে দুই প্রতিষ্ঠান একত্রিতভাবে কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করে কাজ শুরু করতে হবে। দেশের প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের জন্য দুই প্রতিষ্ঠান একত্রে কাজ করতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক বলেন, আমরা খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও পুষ্টি তথা আমিষে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারিনি। দেশীয় জাতসমূহ আমাদের আবহাওয়ায় অভিযোজিত হওয়ায় দেশীয় জাতগুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে। পাশাপাশি দেশের আমিষের চাহিদা পূরণে আমাদের উন্নত জাতসমূহেরও দরকার রয়েছে। এছাড়াও, দেশীয় সম্পদকে গুরুত্ব দিয়ে এসব জাতের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর প্রয়োজন। এজন্য এদের সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। খাদ্য খরচ কমানোর জন্য বিএলআরআই বিভিন্ন গবেষণা পরিচালনা করছে। কৃষকদের চাহিদা মাথায় রেখেই বিএলআরআই সব সময় গবেষণা প্রকল্প হাতে নিয়ে থাকে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে শুরু হয় কারিগরি সেশন। এবারের কর্মশালায় ছয়টি সেশনে সর্বমোট ৩৩ (তেত্রিশ) টি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। এর মধ্যে প্রথম দিনে "অ্যানিম্যাল অ্যান্ড পোল্ট্রি ব্রিডিং অ্যান্ড জেনেটিকস" শীর্ষক প্রথম সেশনে ০৬ (ছয়)টি, "অ্যানিম্যাল অ্যান্ড পোল্ট্রি ডিজিজ অ্যান্ড হেলথ" শীর্ষক দ্বিতীয় সেশনে ০৬ (ছয়) টি এবং "এনভায়রনমেন্ট, ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স অ্যান্ড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট" শীর্ষক তৃতীয় সেশনে ০৫ (পাঁচ) টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। কর্মশালার দ্বিতীয় দিনে "বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড ডেইরি রিসার্চ" শীর্ষক চতুর্থ সেশনে ০৬ (ছয়) টি, "নিউট্রিশন, ফিডস অ্যান্ড ফিডিং ম্যানেজমেন্ট" শীর্ষক পঞ্চম সেশনে ০৫ (পাঁচ) টি এবং "সোশিও-ইকোনোমিকস অ্যান্ড ফার্মিং সিস্টেম রিসার্চ" শীর্ষক ষষ্ঠ ও সর্বশেষ সেশনে ০৫ (পাঁচ) টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। প্রবন্ধ উপস্থাপনার পাশাপাশি কর্মশালায় বিএলআরআই এর চলমান বিভিন্ন গবেষণার উপর মোট ৬১ (একষট্টি) টি পোস্টারও প্রদর্শন করা হয়।

এর আগে সকালে মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয় বিএলআরআই'র চলমান "মহিষ উন্নয়ন ও গবেষণা (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে নির্মিত বিএলআরআই গেইট-২ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরসহ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে আগত সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ, প্রাণী ও পোল্ট্রি উৎপাদন এবং খামার ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত বিশেষজ্ঞ, খামারি, উদ্যোক্তা ও সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ, বিএলআরআই-এর বিভিন্ন পর্যায়ের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন গণমাধ্যম হতে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি বিএলআরআই-এর অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজ হতেও সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

বিএলআরআইতে 'বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা ২০২৫'-এর সমাপনী অনুষ্ঠিত



বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সমাপ্ত গবেষণাসমূহের ফলাফল ও অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত 'বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা ২০২৫' সমাপনী অনুষ্ঠান গত ২৩/১০/২০২৫ খ্রি. তারিখ বিএলআরআই এর মূল কেন্দ্র সাভারে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে দুই দিনব্যাপী এই কর্মশালাটির সমাপনী ঘোষণা করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. ইমাম উদ্দীন কবীর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব শাহ আলম মুকুল। সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই দুইদিনব্যাপী চলা এই কর্মশালায় অংশ নেওয়া বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. জিল্লুর রহমান। সুপারিশমালা উপস্থাপনের পরে অনুষ্ঠিত হয় উন্মুক্ত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব। পর্বটি পরিচালনা করেন বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক।



প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব মো. ইমাম উদ্দীন কবীর বলেন, গবেষণা এবং উন্নয়ন ছাড়া কোন শিল্প বা প্রতিষ্ঠান টিকে থাকতে পারবে না। তাই গবেষণায় আমাদের আরও জোর দিতে হবে। পাশাপাশি গবেষণা সংক্রান্ত লেখা নিয়মিত প্রকাশ করতে হবে। এসময় তিনি আরও বলেন, দুই দিনব্যাপী কর্মশালায় যে সব সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়েছে, তা অত্যন্ত মূল্যবান। এসকল সুপারিশ অনুসরণ করা গেলে বিএলআরআই এর গবেষণার মানোন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে। সভাপতির বক্তব্যে বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক বলেন, কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ যে সকল সুপারিশ প্রদান করেছে, বিএলআরআই এর সক্ষমতা সাপেক্ষে সেসব বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করবে। প্রাণী ও পোল্ট্রি খাদ্যের দাম কমানোর লক্ষ্যে গবেষণা কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে বিএলআরআই অচিরেই স্টেকহোল্ডার সভা আয়োজন করবে। পাশাপাশি অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে বিএলআরআই উদ্ভাবিত H_9N_2 ভ্যাকসিনটি হস্তান্তর করা হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়েও অতি দ্রুত এ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রমকে আরও বেগবান করা হবে। বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা ২০২৫ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে আগত সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ, প্রাণী ও পোল্ট্রি উৎপাদন ও খামার ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত বিশেষজ্ঞ এবং সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ, খামারি এবং বিএলআরআই-এর বিভিন্ন পর্যায়ের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

বিশ্ব ডিম দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে বিএলআরআইতে বর্ণাঢ্য আয়োজন



বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এ বর্ণাঢ্য আয়োজনে পালিত হয় বিশ্ব ডিম দিবস ২০২৫। ইনস্টিটিউটের পোল্ট্রি রিসার্চ সেন্টারের আয়োজনে এবং পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্পের অর্থায়নে পালিত হয় বিশ্ব ডিম দিবস।

বেলা ০৩.৩০ ঘটিকায় বিশ্ব ডিম দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় বর্ণাঢ্য একটি র‍্যালি। উক্ত র‍্যালিতে বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক মহোদয়ের নেতৃত্বে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিগণের সাথে সাথে বিএলআরআই-এর সর্বস্তরের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালিটি বিএলআরআই-এর পোল্ট্রি রিসার্চ সেন্টার প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে বিএলআরআই এর অভ্যন্তরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।



র‍্যালি শেষে বিএলআরআই-এর পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগ সংলগ্ন ফটক এলাকায় পথচারী ও দুঃস্থদের মধ্যে ডিম বিতরণ করা হয়। বিকাল ০৪.০০ ঘটিকায় বিএলআরআই-এর চতুর্থ তলার সম্মেলন কক্ষে বিশ্ব ডিম দিবস উপলক্ষ্যে সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানার উপপরিচালক বেগম মানছুরা হাছিন। এছাড়াও আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএলআরআই এর সাবেক মহাপরিচালক ও কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ড. নাথু রাম সরকার। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও পোল্ট্রি রিসার্চ সেন্টারের দপ্তর প্রধান এবং পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. সাজেদুল করিম সরকার।



পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সেমিনার ও আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএলআরআই এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ডেইরি রিসার্চ সেন্টারের দপ্তর প্রধান ড. মোঃ রাকিবুল হাসান। স্বাগত বক্তব্যের পরে "Nutritional Properties of Eggs for Building a Healthy Nation" শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মো. সাজেদুল করিম সরকার। এসময় তিনি তার উপস্থাপনায় বিশ্ব ডিম দিবস পালনের ইতিহাস, তাৎপর্য ও গুরুত্ব, ডিম খাওয়ার উপকারিতা ও গুরুত্ব এবং বাংলাদেশের পোল্ট্রি শিল্প ও ডিম উৎপাদনের অতীত ও বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের পরে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষজ্ঞ আলোচনা পর্ব। এসময় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন পোল্ট্রি বিশেষজ্ঞ ড. নাথু রাম সরকার। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, ডিম দিবস পালনের উদ্দেশ্য দুইটি। একটি হলো ডিমের উপকারিতা সম্পর্কে সকলকে জানানো, আর দ্বিতীয় হলো ডিম উৎপাদকদের উৎসাহিত করা, সরকারি বিভিন্ন সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করা। বিগত বছরগুলোতে ডিমের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বাড়লেও, আমাদের ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের ডিমের উৎপাদন আরও বাড়াতে হবে। এজন্য ডিমের উৎপাদন খরচ কমানোর লক্ষ্যে পোল্ট্রি ফিড তৈরির বিকল্প উৎস্য খুঁজতে হবে। পাশাপাশি গবেষণার মাধ্যমে দেশীয় আবহাওয়া উপযোগী অধিক ডিম উৎপাদনশীল মুরগির জাত উদ্ভাবন করতে হবে।

বিশেষজ্ঞ আলোচনা পর্বের পরে অনুষ্ঠিত হয় উন্মুক্ত আলোচনা এ সময় আলোচকগণ ডিমের উৎপাদন বাড়ানোয় গুরুত্ব আরোপের পাশাপাশি ডিম হতে ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট উৎপাদন ও প্রোডাক্ট ডাইভারসিফিকেশন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণে জোরালো ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বেগম মানছুরা হাছিন বলেন, ডিম মানে জীবন। ডিম তাই একটি কমপ্লিট ফিড। মুরগির শরীরে থাকা সব পুষ্টি উপাদানই ডিমের মধ্যে আসে বলে পোল্ট্রির ফিড প্রিপারেশনের উপরেই ডিমের পুষ্টি নির্ভর করে। তাই এ বিষয়ে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরও পোল্ট্রির ফিড কস্টিং কমানোর লক্ষ্যে এবং দেশে পোল্ট্রি খাদ্যের অন্যতম উপাদান ভুট্টার চাষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক বলেন, মেধাবী ও বৃদ্ধিদৃপ্ত জাতি গঠনে প্রাণিজ আমিষ, তথা ডিমের বিকল্প নেই। প্রোটিনের অন্যান্য উৎসের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ডিম হলো প্রোটিন ও পুষ্টির সাশ্রয়ী উৎস। ডিমে এলডিএল অনেক কম থাকে এবং এইচডিএল বেশি থাকে বলে ডিমের স্বাস্থ্য ঝুঁকিও অনেক কম। ডিম নিয়ে অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে, যা আসলে অমূলক। আমাদের উচিৎ এসকল অপপ্রচারকে আমলে না নিয়ে ডিমের পুষ্টিগুণ বিচার করে দৈনিক অন্তত একটি করে ডিম খাওয়া।এছাড়াও ডিম দিবস উপলক্ষ্যে বিকেলে সাভারের গেরুয়ায় অবস্থিত মাদ্রাসা ও এতিমখানার সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মধ্যেও ডিম বিতরণ করা হয়।ডিমের পুষ্টিগুণ ও গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল এগ কমিশন (আইইসি) ১৯৯৬ সালে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় প্রথম 'বিশ্ব ডিম দিবস' পালনের আয়োজন করে, যা পরবর্তী সময়ে প্রতিবছর অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় শুক্রবার পালিত হয়ে আসছে। বিশ্বের অপরাপর দেশের মতো বাংলাদেশ তথা বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটও দিবসটি পালন করে আসছে। এবছর ডিম দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "ডিমে আছে প্রোটিন, খেতে হবে প্রতিদিন"।

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে বিএলআরআই এ মহান বিজয় দিবস উদযাপিত



বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এ যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদযাপিত হয়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে দিনব্যাপী আয়োজনের উদ্বোধন করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক। এসময় মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, দপ্তর প্রধান, প্রকল্প পরিচালক ও শাখা প্রধানগণসহ ইনস্টিটিউটের সকল পর্যায়ের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।



এছাড়াও বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে এবং জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে বাদ জোহর ইনস্টিটিউটের কেন্দ্রীয় মসজিদে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন বিভাগীয় ভবন ও প্রশাসনিক ভবনে বর্ণাঢ্য আলোকসজ্জা করা হয়। একই সাথে বিএলআরআই এর আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহেও পতাকা উত্তোলন, আলোকসজ্জাকরণসহ উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে অন্যান্য কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়।

“মহিষ পালন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রযুক্তি, খামারি পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল ও গবেষণা ব্যবস্থাপনা” শীর্ষক প্রশিক্ষণ



বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক পরিচালিত মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত “মহিষ পালন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রযুক্তি, খামারি পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল ও গবেষণা ব্যবস্থাপনা” শীর্ষক দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন গত ০৮/১২/২০২৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সকালে সাভারে বিএলআরআই এর প্রধান কার্যালয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। বিএলআরআই এর ট্রেনিং ডরমিটরিতে পবিত্র কুরআন হতে তিলাওয়াতের মাধ্যমে সকাল ১০.০০ ঘটিকায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএলআরআই এর পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. জিল্লুর রহমান।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই অনুষ্ঠিত হয় পরিচিতি পর্ব। পরিচিতি পর্বের পরে আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরীক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. ছাদেক আহমেদ। স্বাগত বক্তব্যের পরে মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, চলমান গবেষণা, এ পর্যন্ত অর্জিত সাফল্য, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি সার্বিক বিষয়াদি নিয়ে অনুষ্ঠানের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. গৌতম কুমার দেব। প্রধান অতিথির বক্তব্যে সচিব মহোদয় বলেন, দেশের আঠারো কোটি মানুষের খাদ্য যোগান দেওয়া এবং খাদ্য উৎপাদনের পিছনে গবেষক ও মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি মানসম্মত উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথেও গবেষক ও মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা যুক্ত। বিএলআরআই ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কাজের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও সমন্বয় থাকতে হবে। গবেষণা করে যে সকল ফলাফল পাওয়া যাবে তা সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। মাঠ পর্যায়ে যারা কাজ করবেন তাদের উচিৎ জনগণকে ঠিক মতো সেবা দেওয়া। পাশাপাশি গবেষকদের উচিৎ নিজেদের ব্যক্তিগত উন্নয়নের পরিবর্তে দেশের উপকারে আসবে, মানুষের উপকারে আসবে এমন বিষয়ে গবেষণা করা। এসময় তিনি বিএলআরআই এর গবেষণা বরাদ্দ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস ব্যক্ত করেন।



বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিএলআরআই এর মহাপরিচালক বলেন, বিএলআরআই ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর একসাথে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। বিএলআরআই মহিষ সংক্রান্ত অনেক জনপ্রিয় প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে, যা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে যাবে। পাশাপাশি প্রকল্পের আওতায়ও অনেক কাজ হয়েছে এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। দেশের দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গরুর পাশাপাশি আমাদের মহিষকেও গুরুত্ব দিতে হবে। মহিষ প্রতিকূল আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা করতে পারে বলে খামারিরা যাতে মহিষ পালনে উৎসাহী হয়, সেই লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি এসময় তিনি নতুন জেগে ওঠা চর মহিষ খামারিদের বরাদ্দ প্রদানের লক্ষ্যে উদ্যোগ নিতে মন্ত্রণালয়ের প্রতি আহ্বান জানান।

মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পের আয়োজনে দুই দিনব্যাপী পরিচালিত এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় কর্মরত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপ-পরিচালক কৃত্রিম প্রজনন ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা পর্যায়ের মোট ৩০ জন কর্মকর্তাকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত ও মাঠ পর্যায়ে বহুল ব্যবহৃত মহিষ পালন সংক্রান্ত জনপ্রিয় প্রযুক্তিসমূহ, খামারি পর্যায়ে গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল ও গবেষণা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ের উপরে এই প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়।

এসময় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে আগত সম্মানিত প্রতিনিধিবৃন্দ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ, বিএলআরআরআই এর বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তরের বিভাগীয় প্রধান ও দপ্তর প্রধান এবং প্রকল্প পরিচালকগণ। মহিষ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দেশীয় মহিষের জাত সংরক্ষণ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়নে ও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট “মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন” শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়। প্রারম্ভিকভাবে প্রকল্পের সময়কাল নির্ধারণ করা হয় জুলাই’২০২০ হতে জুন’২০২৫ পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদকাল জুন’২০২৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

বিএলআরআইতে ইনসেপশন কর্মশালা

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং Bangladesh Academy of Science (BAS) এর অধীনে U.S. Department of Agriculture (USDA) এর অর্থায়নে পরিচালিত “Profitable Napier silage preparation for the present market and the future TMR industry” শীর্ষক প্রকল্পের ইনসেপশন কর্মশালা

গত ১৩/১১/২০২৫ খ্রি. তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালাটি উদ্বোধন করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. জিল্লুর রহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরীক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. ছাদেক আহমেদ।



সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ইনস্টিটিউটের ট্রেনিং ডরমিটরিতে পবিত্র কুরআন হতে তিলাওয়াত এবং পবিত্র গীতা পাঠের মধ্য দিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। এরপর আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রধান গবেষক ড. মোহাম্মদ খায়রুল বাশার। স্বাগত বক্তব্যের পাশাপাশি এসময় তিনি প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে মূল প্রবন্ধও উপস্থাপন করেন।

স্বাগত বক্তব্য ও উপস্থাপনার পরে অনুষ্ঠিত হয় উন্মুক্ত আলোচনা। উন্মুক্ত আলোচনা অংশটি পরিচালনা করেন প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরীক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. ছাদেক আহমেদ। এসময় কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বিএলআরআই এর বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও দপ্তর প্রধানগণ প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করেন এবং প্রকল্পের কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে নিজ নিজ মতামত ও পরামর্শ ব্যক্ত করেন।

আমন্ত্রিত অতিথিরা একে একে তাদের বক্তব্য প্রদান করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক বলেন, প্রাণিসম্পদ পালনের ক্ষেত্রে বর্তমানে আমাদের প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো খাদ্য খরচ কমানো। খাদ্য খরচ কমানোর লক্ষ্যে ঘাস চাষ বৃদ্ধি এবং গবাদিপ্রাণিকে ঘাস জাতীয় খাদ্য খাওয়ানোর বিকল্প নেই। বর্তমান ব্যবস্থায় প্রাণীকে দানাদার খাদ্য বেশি খাওয়াতে হয় বলে খামারিরা লাভজনকভাবে খামার পরিচালনা করতে পারছেন না। বর্তমান সরকারও প্রাণিখাদ্যের দাম কমানোকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে এই জাতীয় গবেষণা কার্যক্রমের বিকল্প নেই। একই সাথে ইনসেপশন কর্মশালার মতো বিজ্ঞানভিত্তিক সভা-সেমিনার বেশি বেশি করে আমাদের আয়োজন করতে হবে। এতে করে বিজ্ঞানীরাই উপকৃত হবেন। কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন বিএলআরআই এর বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তরের বিভাগীয় প্রধান ও দপ্তর প্রধানগণসহ বিএলআরআই-এর বিভিন্ন পর্যায়ের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ। এছাড়াও, জুম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইনে কর্মশালায় যুক্ত হন জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (FAO) এর প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমি (BAS) এর প্রতিনিধিগণ।



উত্তম ঘাস চাষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গবাদিপ্রাণির খাদ্য খরচ কমিয়ে লাভজনক খামার তৈরি, বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে লাভজনকভাবে নেপিয়ারভিত্তিক সাইলেজ তৈরি, খাদ্য সংকট নিরসনের লক্ষ্যে নতুন ধারণা হিসেবে 'কমিউনিটি ফডার ব্যাংক' স্থাপন এবং তার মাধ্যমে সংকটকালীন সময়ে খামারিদের নিরবচ্ছিন্ন খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা, ঘাস চাষের ফলে মাটির স্বাস্থ্য ও পুষ্টিগত পরিবর্তন ও প্রভাব বিশ্লেষণ, ঘাস চাষের ফলে কি পরিমাণ গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ হচ্ছে এবং বায়ুমণ্ডল থেকে কি পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) শোষণ হচ্ছে তা নিরূপণ ইত্যাদি উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের মেয়াদকাল নির্ধারণ করা হয়েছে জুলাই'২৫ হতে জুন'২০২৭।

ছাগল ও ভেড়া পালন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক "ইনটেনসিভ ও সেমি-ইনটেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগল ও ভেড়া পালন ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক একটি খামারি প্রশিক্ষণ গত ১০/১১/২০২৫ খ্রি. তারিখ হতে ১২/১১/২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ইনস্টিটিউটের ট্রেনিং ডরমিটরিতে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক। বিশেষ অতিথি হিসেবে এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক ড. এ বি এম মুস্তানুর রহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরীক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. ছাদেক আহমেদ।





প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় অংশগ্রহণকারী খামারিগণ ছাগল ও ভেড়ার জাত পরিচিতি এবং লাভজনক খামার স্থাপনে উন্নত গুণাগুণ সম্পন্ন ছাগল ও ভেড়া নির্বাচন, ছাগল ও ভেড়া পালনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব এবং জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা, ছাগল ও ভেড়ার খাদ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনা, শীত ও বর্ষাকালের বিশেষ যত্ন, উচ্চ ফলনশীল ঘাসের জাত পরিচিতি ও চাষাবাদ পদ্ধতি, দারিদ্র্য বিমোচনে ছাগল ও ভেড়া পালন ও কমিউনিটি গঠন, ছাগল ও ভেড়ার খামারের বায়োসিকিউরিটির গুরুত্ব ও করণীয়, ছাগল ও ভেড়ার বিভিন্ন প্রকার রোগসমূহ ও তাদের প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, ছাগল ও ভেড়ার প্রজনন ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা, বাণিজ্যিকভাবে ছাগল পালনে কমপ্লিট পিলেট ফিডের ব্যবহার ও উপযোগিতা, দেশী ভেড়া হতে বাংলা ল্যাম্ব উৎপাদন কৌশল, ছাগল ও ভেড়ার খামারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তাত্ত্বিক ও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগণের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তি ও জ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক সাম্প্রতিক সময়ে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও পালন কৌশল সম্পর্কিত জ্ঞানসমূহ সম্পর্কে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে "বিএলআরআই উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তি ও জ্ঞান" শীর্ষক একটি আবাসিক প্রশিক্ষণ গত ০১/১১/২০২৫ খ্রি. তারিখ হতে ০৩/১১/২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বিএলআরআইতে অনুষ্ঠিত হয়।



উক্ত প্রশিক্ষণে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের ৩০ (ত্রিশ) জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণটির উদ্বোধন করেন বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফরুক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক ড. এবিএম মুস্তানুর রহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরীক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. ছাদেক আহমেদ।



প্রশিক্ষণে প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে বিএলআরআই উদ্ভাবিত প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্ভাবনা; মাঠ পর্যায়ে বিএলআরআই উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ ও সমস্যা সমাধানে করণীয়; বাংলাদেশে বিফ ব্রিড তৈরির সম্ভাবনা ও বিএলআরআই এর গবেষণা অর্জন, সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা অনুশীলনের (BMP) মাধ্যমে নেপিয়ার জাতের ঘাস চাষাবাদ কৌশল; বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত খরাসহিষ্ণু, লবণসহিষ্ণু ঘাসের জাত পরিচিত এবং চাষাবাদ পদ্ধতি; বিএলআরআই উদ্ভাবিত নানাবিধ দুগ্ধপণ্য প্রস্তুতের লাভজনক উপায় এবং প্রোবায়োটিক দই তৈরিতে বিএলআরআই স্টার্টার কালচার এর ব্যবহার পদ্ধতি; বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত লাম্পি স্কিন ডিজিজ ভ্যাকসিন এবং এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (H_9N_2) ভ্যাকসিন; দেশি ভেড়া হতে বাণিজ্যিকভিত্তিতে বাংলা ল্যাম্ব উৎপাদন কৌশল; পিপিআর ও এফএমডি রোগ দমনে বিএলআরআই মডেল; বাণিজ্যিকভাবে ছাগল ও ভেড়া পালনে 'সাশ্রয়ী কমপ্লিট পিলেট ফিড' এর প্রস্তুতপ্রণালী এবং ব্যবহার; বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন মোবাইল অ্যাপস পরিচিতি এবং লাভজনক খামার ব্যবস্থাপনায় এদের প্রয়োগ পদ্ধতি; বিএলআরআই উদ্ভাবিত উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ও সাবধানতা; বিএলআরআই প্রযুক্তি পল্লী বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত দেশি মুরগির জাত পরিচিতি এবং উন্নত জাতের দেশি মুরগি উৎপাদনের বিজ্ঞানসম্মত কৌশল; বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত মুরগির জাত পরিচিত এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে লালন-পালন কৌশল; মহিষের ইস্ট্রাস সিনক্রোনাইজেশন প্রযুক্তি; জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন: গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণ ও প্রশমন এবং অভিযোজন কৌশল; বিভিন্ন ধরণের ভ্যালু এডেড পোল্ট্রি প্রোডাক্টস প্রস্তুতের বিজ্ঞানসম্মত কলাকৌশল ইত্যাদি বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

"প্রকিউরমেন্ট ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

গত ২২ ও ২৩ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত দুই দিনব্যাপী "প্রকিউরমেন্ট ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর প্রশিক্ষণ ডরমিটরিতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩৬ জন বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. শামীমুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফরুক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরীক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. ছাদেক আহমেদ।



আয়োজিত প্রশিক্ষণে সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারণা; পাবলিক প্রকিউরমেন্টের গুরুত্ব, সেবা ক্রয়ের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া, পিপিএ, ২০০৬ ও পিপিআর, ২০২৫ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা, পণ্য ও পূর্ত কাজের ক্রয় প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন পদ্ধতি, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ই-জিপি পদ্ধতিতে ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন, টেন্ডার এবং ক্রয় প্রস্তাব মূল্যায়ন ও চুক্তি স্বাক্ষর ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

জাতীয় প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ ২০২৫ অনুষ্ঠিত ও বিএলআরআই এর অংশগ্রহণ

"দেশি জাত, আধুনিক প্রযুক্তি: প্রাণিসম্পদের উন্নতি" এই প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে গত ২৬ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত দেশব্যাপী জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ, ২০২৫ এবং ২৬ নভেম্বর থেকে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত ঢাকার পুরাতন বাণিজ্য মেলার মাঠে প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

গত ২৬ নভেম্বর সকাল ১০.০০ টায় প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা জনাব ফরিদা আখতার।



প্রদর্শনীতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রায় ৪০০টি স্টল স্থাপন করা হয়। প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রযুক্তি, ঔষধ সামগ্রী, টিকা, প্রাণিজাত পণ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ সরঞ্জাম, মোড়কসহ পণ্য বাজারজাতকরণ প্রযুক্তি ইত্যাদির স্টলও মেলায় ছিলো। এছাড়াও প্রদর্শনীতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প, এলআরআই, কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার অংশগ্রহণ করে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এবং মেলায় বিএলআরআই-এর স্টলে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক। আরও উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন বিভিন্ন পর্যায়ের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ। এসময় বিএলআরআই স্টলে ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তি লাইভ এবং রেপ্লিকা প্রদর্শন করা হয় এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার প্রকাশনা প্রদর্শন ও বিক্রয়/বিতরণ করা হয়। এছাড়াও মেলায় বিএলআরআই কর্তৃক উন্নত জাতের দেশী মুরগি ও অন্যান্য পোল্ট্রি প্রজাতি এবং উন্নত জাতের দেশী গরু, মহিষ, দেশী ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল ও ভেড়া প্রদর্শন করা হয়।



তিন দিনব্যাপী চলা এই প্রদর্শনীতে বিএলআরআই-এর স্টলে দর্শনার্থীদের ভীড় ছিলো চেখে পড়ার মত। এসময় দর্শনার্থীরা বিএলআরআই উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে চান এবং উপস্থিত বিজ্ঞানীগণের সঙ্গে আলাপচারিতার মাধ্যমে প্রাণী ও পোল্ট্রি পালনের কারিগরি পরামর্শ গ্রহণ করেন। পাশাপাশি এসময় তারা বিএলআরআই-এর উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের লিফলেট ও ম্যানুয়ালসমূহও সংগ্রহ করেন। জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রদর্শনীর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গত ২৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রদর্শনীতে বিএলআরআই "ছাগল ও ভেড়া পালন" ক্যাটাগরিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগের সদস্য (সিনিয়র সচিব) ড. মো. মোখলেস উর রহমান বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক মহোদয়ের হাতে পুরস্কারের ক্রেস্ট এবং সার্টিফিকেট তুলে দেন।

উপদেষ্টা
ড. শাকিলা ফারুক
মহাপরিচালক
সম্পাদনা পরিষদ
ড. ছাদেক আহমেদ
মোঃ আল-মামুন
দেবজ্যোতি ঘোষ
মোঃ জাহিদুল ইসলাম